নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা১১, পৃষ্ঠা ১০৭-১২৫
© ২০০৬ নৃবিজ্ঞান বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

'উন্নয়ন' ডিসকোর্সে শাব্দিক সংযোজন : কেইস 'মঙ্গা'

মুজীবুল আনাম*
সান্ত্বনা আইউব†

ভূমিকা

শব্দের সংযোজন, শব্দের গুরুত্বহ্রাস কিংবা নতুন শব্দের অন্বেষণ 'উন্নয়ন'[১] ডিসকোর্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে আমাদের সামনে নিয়ে আসে। একটি শব্দের গুরুত্ব কিংবা গুরুত্বহীনতা, 'উন্নয়ন' কার্যক্রমের ধরণ, ধারণ কিংবা প্রকৃতিকে নির্দেশ করে। শব্দ আর কেবল ভাষাতাত্ত্বিক ভরের জায়গায় থাকে না, শব্দের রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রধান হয়ে উঠে। শব্দের এই গুরুত্ব 'উন্নয়ন' ডিসকোর্সে সমানভাবে সবসময় থাকে না। ভরের কেন্দ্রীয়তায় পরিবর্তন দেখা যায় শব্দের প্রয়োগ পরিবর্তনে কিংবা নতুন শব্দের প্রতি আগ্রহের মধ্য দিয়ে। 'উন্নয়ন' ডিসকোর্সে শব্দের এই যে চলমানতা তা খোদ 'উন্নয়ন' ধারণার সাথে সম্পর্কিত। শব্দের ভরের সাথে সম্পৃক্ত থাকে উন্নয়নের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি কিংবা কর্মপদ্ধতি। এ প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য 'উন্নয়ন' ডিসকোর্সে শব্দের সংযোজন প্রক্রিয়াকে বোঝা। বোঝাপড়ার সুবিধার্থে সাম্প্রতিককালে 'উন্নয়ন' ডিসকোর্সে আলোচিত একটি শব্দ 'মঙ্গা'কে উপস্থাপনা করা হবে। একটি নির্দিষ্ট সময়কালে কিভাবে একটি বিশেষ বিষয় 'উন্নয়ন' কার্যক্রমের আওতাভূক্ত হয়ে ওঠে তার একটি কেইস স্টাডি হিসাবে 'মঙ্গা'কে আমাদের প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হবে। 'উন্নয়ন' ডিসকোর্সে একটি শব্দের সংযোজন একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটকে ঘিরে আর্বতিত হয় (চেম্বারর্স ২০০৫), এক্ষেত্রে ঐ বিশেষ প্রেক্ষাপটকে বোঝা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। আমাদের এই প্রবন্ধে ভূমিকা ও উপসংহারসহ আরো চারটি অংশে বিভক্ত। ভূমিকার পর প্রবন্ধের প্রেক্ষিত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর 'উন্নয়ন' একটি নির্মিতি শিরোনামে 'উন্নয়ন' রাজনীতির সূচনাকাল আলোচনা করা হয়েছে। উন্নয়নের ভাষাতাত্ত্বিক প্রশ্ন আলোচনার পরে 'উন্নয়ন' পরিভাষায় 'মঙ্গা'র আগমন আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে আমাদের এই যৌথ কাজের একটি উপসংহার দাড় করানো হয়েছে।

প্রবন্ধের প্রেক্ষিত

'উন্নয়ন' ডিসকোর্সে নতুন শব্দের সংযোজন ও তা নিয়ে 'উন্নয়ন' জগতে ভাবনা চিন্তা কি রূপ তা দেখাই আমাদের লেখার প্রধান দিক। এক্ষেত্রে আমরা লেখক দুজন

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২।
ই- মেইল : labib303@yahoo.com
† দ্যা হাঙ্গার প্রজেক্ট, বাংলাদেশ-এ কর্মরত। ই- মেইল : sauib@yahoo.com

'মঙ্গা'র সাথে পরিচিত হয়েছি ভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। নৃবিজ্ঞানে প্রতিবর্তিত (reflexive) এথনোগ্রাফি[২] উত্তর আধুনিক নৃবিজ্ঞানীদের একটি অন্যতম প্রধান আলোচনার বিষয় যেখানে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। সেভাবে আমরাও এই প্রবন্ধে আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে প্রতিবর্তিত ধারণাটি তুলে ধরতে চাই। আমাদের মধ্যে আইউব নৃবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পড়াশুনা শেষে একটি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন এবং একজন গবেষণা কর্মী হিসাবে উত্তরবঙ্গের 'মঙ্গা'র উপর একটি গবেষণা কর্মের[৩] সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। 'উন্নয়ন' প্রতিষ্ঠানে গবেষণার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে 'উন্নয়ন' জগতে নতুন শব্দ হিসাবে 'দারিদ্র্য দূরীকরণে 'মঙ্গা' কিভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে তা দেখতে পান। নৃবিজ্ঞানে পড়াশুনার কারণে 'উন্নয়ন' জগতে 'মঙ্গা'কে উপস্থাপন ও স্থানীয় জনগণের কাছে এ শব্দের বোঝাবুঝির শাব্দিক ভিন্নতা কিরূপ তা দুজনের ভাবনাকে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী করে তোলে। আমাদের দুজনের মধ্যে এ নিয়ে বিভিন্ন সময় আলোচনা হয়েছে। আমাদের মধ্যে আনামের বাড়ি 'উত্তরবঙ্গে'র দিনাজপুরে, আনামও তার একটি গবেষণা কাজের[৪] জন্য মাঠকর্ম করেছে সেখানেই, সরাসরি 'মঙ্গা'র উপর না হলেও আনামের গবেষণাকালীন অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করে। এছাড়াও দীর্ঘদিনের ঐ অঞ্চলে বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা 'মঙ্গা'কে বোঝাপাড়ায় তাকে সাহায্য করে। লেখক দুজনের নানা সময় 'মঙ্গা' কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার যৌথ আলোচনা এই প্রবন্ধ লেখার অনুপ্রেরণা যোগায়।

প্রবন্ধটির রচনার পদ্ধতিগত দিক এই প্রেক্ষিতগত আলোচনার মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার হয়। গবেষণাকালীন অভিজ্ঞতা, নৃবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী হিসাবে 'উন্নয়ন' ডিসকোর্সের ওপর পড়াশুনা এবং একই সাথে 'মঙ্গা' কেন্দ্রিক বিভিন্ন চলমান/শেষ হওয়া গবেষণা কর্ম, পত্রিকার 'মঙ্গা' বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনা এই প্রবন্ধটির খোরাক জুগিয়েছে। 'মঙ্গা'র ওপর প্রকাশিত লেখালেখির তুলনায় বিভিন্ন গবেষণা কর্মের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। কারণ হিসাবে বলা যায় সাম্প্রতিক বিষয় হিসাবে 'মঙ্গা' কেন্দ্রিক 'উন্নয়ন' গবেষণাগুলোর বয়সও সাম্প্রতিক, একারণে প্রকাশনার হারও কম। 'মঙ্গা'র উপর 'উন্নয়ন' গবেষণাগুলো 'উন্নয়ন' প্রপঞ্চ হিসাবে 'মঙ্গা'র নানা দিকের নির্দেশনা দেয়ার প্রাথমিক কাজগুলো করার মধ্যে দিয়ে 'উন্নয়ন' ডিসকোর্সে 'মঙ্গা'কে একটি শক্তিশালী প্রপঞ্চ হিসাবে প্রতীয়মান করতে সাহায্য করছে, যদিও গবেষণাগুলোর বিষয় ভিত্তিক ভিন্নতা রয়েছে। এ সম্পর্কিত সূত্রগত আলোচনা প্রবন্ধের পরবর্তী অংশগুলোতে বিস্তারিত ভাবে আসবে।

'মঙ্গা'কে 'উন্নয়ন' ডিসকোর্সের বিষয় হিসেবে আমাদের যে আলোচনা তা 'উন্নয়ন' কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন কিংবা ব্যতিক্রমধর্মী কোন আলোচনা নয়। এ প্রবন্ধে আমরা একটি 'উন্নয়ন' প্রপঞ্চের আগমনকে বোঝার চেষ্টা করছি এবং একই সাথে এটিও বলে নেয়া দরকার এটি সার্বিক 'উন্নয়ন' যন্ত্রের একটি ধারাবাহিক কাজ। একটি প্রশ্ন

উঠতে পারে আমরা নিজেরাই বা কেন 'মঙ্গা' বিষয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী? এর দু'টা উত্তর হতে পারে, প্রথমতঃ 'মঙ্গা' একটি বহুল আলোচিত বিষয় সে হিসেবে আমরা এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে আগ্রহী। দ্বিতীয়ত আমরা নিজেরাই 'উন্নয়ন' ডিসকোর্সের অংশ, সেই হিসেবে 'মঙ্গা'র মত বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আসলে এই প্রবন্ধে আমরা 'Critical development discourse' তৈরীতে আগ্রহী । এটি বলে নেয়া ভাল যে 'মঙ্গা' কোন নতুন প্রসঙ্গ নয়; ঐতিহাসিকভাবে এটি 'উত্তরবঙ্গের' 'পিছিয়ে পড়া' জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনের অভিঘাত। 'মঙ্গা' বিষয়ে যেটি আগ্রহ উদ্দীপক বিষয় তা হচ্ছে 'উন্নয়ন' প্রতিষ্ঠান গত চার/পাঁচ বছরে বিষয়টিকে যেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে তা 'মঙ্গা'কে নতুনভাবে একটি নির্মিত বিষয় হিসেবে আমরা পাই। 'উন্নয়ন'কে একটি নির্মিত বিষয় হিসেবে বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে চাচ্ছি 'মঙ্গা'-র ধারণাগত নির্মিতি চলছে। এই নির্মিতিতে 'মঙ্গা'কে আমরা 'উন্নয়ন' প্রপঞ্চ হিসেবে পেয়ে থাকি।

'উন্নয়ন' একটি নির্মিতি

'উন্নয়ন' এর স্বরূপ তা এ প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় নয়। উন্নয়নের নৃবিজ্ঞানে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে (Escobar: 1995; Ferguson: 1996)। 'দারিদ্র্য' খোঁজা এবং তার সমাধানের পথ বাতলে দেয়ার মধ্যে দিয়ে 'মঙ্গা'কে 'উন্নয়ন' যন্ত্রের সাথে সম্পৃক্তকরণের যে প্রবণতা লক্ষ করা যায় তা এ প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় জায়গা। এসকোবার (১৯৯৫) Majid Rahnema সংকলিত Global Poverty: A pauperizing Myth হতে যে বিবৃতিগুলো তুলে ধরছেন তাতে আমরা দেখি, 'গরীব'/দরিদ্রে'র নামে যে লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে তার ধরনটি। 'দারিদ্র শব্দটির উচ্চারণ, এ নিয়ে প্রকাশনা কিংবা বিশেষজ্ঞদের নানা কর্ম কৌশল 'দারিদ্র্যের' কারণ অনুসন্ধানে কিংবা দূরীকরণে সচেষ্ট ছিল, আছে কিংবা ভবিষ্যতেও থাকবে। এই চেষ্টা আমরা দেখি নানা সময়ে, নানা উচ্চরণে, ধারণায় কিংবা কর্মপদ্ধতিতে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে 'দারিদ্রকে যেভাবে 'আবিস্কার' করা হয় তার সাথে বিশ্বযুদ্ধের আগের 'দারিদ্র' ধারণার বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করা যায় [Sachs (1990) Rahnema (1991)]। এই যে ফারাক তথা ভিন্নতা তাতে আমরা যে 'দারিদ্র্য'কে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পাই তার সাথে 'উন্নয়ন' যন্ত্রের যে যাত্রাপথ তার সম্পর্ক রচনা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তোর সময়কালে যে 'তৃতীয় বিশ্বে'র 'আবিষ্কার' এবং এই 'তৃতীয় বিশ্বে'র অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসাবে 'দারিদ্র্যকে চিহ্নিত করা 'উন্নয়ন' প্রক্রিয়াকে বৈধতা দেয়। উপনিবেশকালীন, ঔপনিবেশিক শাসকদের উপনিবেশ রচনায় কিংবা উপনিবেশের চলমান প্রক্রিয়াতে আমরা 'দারিদ্র্য'কে খুজে পাই না যেভাবে আমরা খুঁজে পাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের সময় হতে।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে 'উত্তরবঙ্গের' 'মঙ্গা'কে গত চার/পাঁচ বছরে আমরা যেভাবে আলাচনায় নিয়ে আসছি, তার আগে কিন্তু এই প্রপঞ্চটি সম্পর্কিত আলোচনা সেভাবে আমরা পাই না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে 'দরিদ্র' প্রপঞ্চটি যেমন নতুন মাত্রা পায় একইভাবে 'মঙ্গা' একটি নতুন মাত্রায় আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। ট্রুম্যানের ঘোষণার ধারাবাহিকতায় যেমন 'তৃতীয় বিশ্বের' মানুষের আত্ম-পরিচয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, জীবনযাত্রা উপেক্ষা করে আরোপিত হতে থাকে-'অনুন্নত', 'দরিদ্র', 'উন্নয়নশীল' প্রভৃতি নামে তেমনি 'উত্তরবঙ্গে' আমরা সামাজিক বৈচিত্র্য, জীবন যাত্রাকে সাধারণীকরণ করে দেখি 'মঙ্গা' পরিস্থিতি মোকাবেলা করার কথা বলা মধ্য দিয়ে। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সাধারণীকরণ করা হয় 'মঙ্গা'র মত ভাষাগত পট তৈরির মধ্যে দিয়ে। যে ধারাবাহিকতায় 'উন্নয়ন' শব্দে 'মঙ্গা'কে আমরা পাই সেই 'উন্নয়নে'র ভাষাতাত্ত্বিক প্রশ্ন ও এর বৈচিত্র্যময়তা নিয়ে এখন আলোচনা করা যাক।

'উন্নয়নে'র ভাষাতাত্ত্বিক প্রশ্ন

নতুন নতুন শব্দ প্রতিনিয়ত 'উন্নয়ন' ডিসকোর্সে প্রবেশ করেছে এবং এই নতুন শব্দের ব্যবহার বিস্তার লাভ করেছে। গত দুই দশকে 'উন্নয়ন' জগতে অনেক নতুন শব্দ যেমন সংযোজিত হয়েছে তেমনি আবার অনেকগুলো শব্দ অপর কোন শব্দের সাথে যুক্ত হয়েছে কিংবা পুরাতন শব্দে পরিণত হয়েছে। ফলে আমরা কি ভাবে ভাববো কিংবা কি নিয়ে ভাববো সেটিও বদলে যাচ্ছে শব্দের ক্ষমতার কারণে। যা কিনা 'উন্নয়ন' জগতকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে এজেন্ডা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, মনোভাবের পরিবর্তন ঘটানোর মধ্য দিয়ে, নতুন কিছুকে বৈধতা দেয়ার মধ্য দিয়ে কিংবা গবেষণার ফোকাস কি হবে তার মধ্য দিয়ে। তাই প্রতিনিয়ত 'উন্নয়ন' জগতে নতুন শব্দের আবির্ভাব দ্বারা 'উন্নয়ন' কাজগুলো প্রভাবিত এবং পরিবর্তিত হচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে গবেষণার কেন্দ্র কিংবা প্রকল্পের ধরনে।

'উন্নয়ন' গবেষণার এই নতুন শব্দের আবির্ভাব 'উন্নয়ন' কর্মীদের কাজের ক্ষেত্রে স্বস্তি জাগায়। কেননা নতুন শব্দের আগমন বা সংযোজনে পুরাতন শব্দকেন্দ্রিক বাহুল্যতা, পুরাতন শব্দকে ঘিরে যে বিতর্ক বা সমালোচনার সৃষ্টি হয় তা থেকে সাময়িক উত্তরণ ঘটায়। ফলে তা 'উন্নয়ন' জগতের কর্মী/চিন্তুক/ গবেষকদের গবেষণার নতুন নতুন 'সম্ভাবনার' উন্মোচন ঘটায়, 'উন্নয়ন' গবেষণার নতুন এজেন্ডা দাঁড় করায়। যেমন বলা যায় 'দরিদ্র', 'অতিদরিদ্র', 'হতদরিদ্র' এই শব্দগুলো ভাষাতাত্ত্বিক বিতর্কের মধ্য দিয়ে উত্থিত হয়েছে এবং 'উন্নয়ন' গবেষণার নতুন এজেন্ডা ও দিককে তুলে ধরেছে।

'উন্নয়ন' ডিসকোর্সে নতুন শব্দের আগমন একভাবে নিভৃতচারীদের মত। গত দুই দশকে 'উন্নয়ন' ডিসকোর্সে এরকম অনেক নতুন নতুন শব্দের আবির্ভাবের ফলে

'উন্নয়ন' ভাবুকদের ভাবনা-চিন্তা যেমন নানাদিকে 'প্রসারিত' হচ্ছে তেমনি 'উন্নয়ন' নিয়ে গবেষণা করার নতুন নতুন 'সুযোগ' ও 'মাত্রা' তৈরি হয়েছে। রবার্ট চেম্বার (২০০৫) দেখান যে গত দুই দশকে 'উন্নয়ন' জগতে অনেক নতুন শব্দ যুক্ত হয়েছে। এর ফলে অনেক পুরোনো শব্দ 'উন্নয়ন' ডিসকোর্স থেকে 'হারিয়ে' যাচ্ছে। তার মতে গত দুই দশকে 'উন্নয়ন' জগতে যে শব্দগত বচিত্র্য, তাতে বর্তমানে যে শব্দগুলো 'উন্নয়ন' ধারণার প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে যেমন Accountability, capabilities, civil society, consumer, decentralization, democracy, deprivation, diversity, empowerment, entitlement, gender, globalization, governance, human rights, livelihood, market, ownership, participation, partnership, pluralism, process, stakeholder, sustainability, transparency, vulnerability, well-being সব সময় একই রকম কেন্দ্রীক/ভরের জায়গায় ছিল না। চেম্বারর্স (২০০৫) যোগ করেছেন 'দারিদ্র্য' (Poverty) ও 'সমতা' (Equity) এই দু'টি শব্দ/ধারণা 'উন্নয়ন' ডিসকোর্সে যতদিন থেকে বিদ্যমান তার তুলনায় উপরে উল্লেখিত শব্দগুলো নবীন। চেম্বারর্স এর আলোচনার ধারাবাহিকতায় আমরা ইতিহাসের চলমানতায় ধারণাগত যে সংযোজন তাকে গুরুত্ব দিতে চাই। কোন একটি সামাজিক বাস্তবতার ঐতিহাসিক উপস্থিতি নতুন করে আবিস্কৃত হয় বা হচ্ছে এবং কিছু নির্দিষ্ট বিষয়কে সামনে রেখে 'উন্নয়ন' শব্দের মধ্যে দিয়ে তা প্রকাশিত হয়। 'উন্নয়ন' শব্দ হারিয়ে যাওয়া সর্ম্পকিত চেম্বারসের বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করে আমরা বলছি যে 'উন্নয়ন' শব্দ হারিয়ে যায় না বরং তার পুণরুৎপাদন ঘটে। এক্ষেত্রে Wood (১৯৮৫) এর বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Wood বলেছেন যে, 'উন্নয়ন' ডিসকোর্সে বিভিন্ন সময়ে শব্দাবলী বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়ে থাকে যাকে তিনি Politics of Labelling বলেছেন। একই ভাবে Escober (১৯৯৫) ও বলেছেন যে, 'গর্ভবতী নারী', 'প্রান্তিকচাষী' ইত্যাদি Labelling -গুলো 'উন্নয়ন' হস্তক্ষেপের জন্য জরুরি[৫]। 'উন্নয়ন' শব্দের এই যে সামাজিক বাস্তবতার 'আবিষ্কার' তার বৈচিত্র্যময়তা 'উন্নয়ন'কে নানামুখী অপরিহার্যতা দান করে তা পরবর্তী অংশে আলোচনা করছি।

'উন্নয়ন' শব্দের বৈচিত্র্যময়তা

দৈনিক পত্রিকাগুলোর শব্দের খেলা নিয়ে যে বিশেষ আয়োজন থাকে তার সাথে কমবেশি আমরা পরিচিত। এই আয়োজনে শব্দের গঠন এবং তার ধারাসম্পৃক্ততায় পূর্ণাঙ্গ বাক্য গঠন থাকে আবার কখনো বা একটি বর্ণ থেকে আমরা লম্বিক বা অনুভূমিকভাবে দুটো ভিন্ন শব্দ পাই। স্বল্প কিছু সূত্রের মধ্য দিয়ে শব্দের এই খেলা শব্দের বহুবিধ ব্যবহারকেও আমাদের সামনে নিয়ে আসে। 'উন্নয়ন' ডিসকোর্সের শব্দের সংযোজন, 'উন্নয়নে'র নানা বৈচিত্রময়তাকে হাজির করে। শব্দের সংযোজন কিংবা বিয়োজন যেমন

লক্ষণীয় একই আঙ্গিকে ভিন্ন ভিন্ন 'উন্নয়ন' শব্দ 'উন্নয়ন' কর্মকাণ্ডের নানা সূত্রকে নির্দেশ করে। চেম্বারর্স এর পূর্বোক্ত আলোচনার ধারাবাহিকতায় আমরা দেখি 'উন্নয়ন' শব্দ ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে 'উন্নয়নে'র পাটাতনকে শক্ত করে।

Human condition	Capabilities, deprivation, entitlement livelihood, poverty, vulnerability, well-being
Organization, power and relationship	Accountability,consumer, decentralization, empowerment, ownership, participation, partnership, process, stakeholder, transparency
Domains and dimensions	Civil society, environment, globalization, governance, market
Values	Democracy, diversity, equity, gender, human rights pluralism, sustainability

(সূত্রঃ চেম্বারর্স ২০০৫:১৮৭)

চেম্বারর্স-এর আলোচনার সূত্রধরে আমরা যদি 'উন্নয়ন' ডিসকোর্সের নানামুখী শব্দগুলোর সঙ্গে পরিচিত হই, তাতে দেখি 'উন্নয়ন' শব্দগুলো ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে 'উন্নয়ন' ক্ষেত্রকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। আমরা যখন মানব অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত 'উন্নয়ন' শব্দ দেখি তখন আমরা বিশেষ কিছু শব্দের সাথে পরিচিত হই, যে শব্দগুলো মানব অবস্থার 'উন্নয়ন'কে বিশ্লেষিত করে। এই শব্দগুলো মানব-'অবন্নোয়নে'র ধরণ, মানব চরিত্রের 'উন্নয়ন' বিমুখতা, 'উন্নয়ন' প্রয়োজনীয়তা, কিংবা 'উন্নয়নে'র নির্দেশনা পরিচিত করে তোলে। পরবর্তীতে আমরা যখন প্রাতিষ্ঠানিক/সাংগঠনিক 'উন্নয়নে'র শাব্দিক পরিসরটি লক্ষ করি সেখানেও বিশেষ ধরনের 'উন্নয়ন' শব্দের দেখা মেলে। যার ধারাবাহিকতা আমরা সাংগঠনিক 'উন্নয়ন' ধারণার সাথে পরিচিত হই। মানব 'উন্নয়ন'/প্রাতিষ্ঠানিক 'উন্নয়নে'র শব্দগত পরিসরের মধ্যে মূল্যবোধগত কিংবা পরিসর গত যে 'উন্নয়ন' তার 'উন্নয়ন' পরিচিতিও আমরা পাই নানা শব্দের মধ্যে দিয়ে। 'উন্নয়ন' শব্দের এই যে সংযোজনের ধারা, তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের 'উত্তরাঞ্চলের' একটি বিশেষ 'সংকট' 'মঙ্গা' নিয়ে 'উন্নয়ন' কর্মী, মিডিয়া প্রভৃতির কাজ এখন আমরা তুলে ধরব। এই আলোচনায় 'মঙ্গা'কে কেইস হিসাবে ধরে আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি, একটি বৈচিত্র্যময় সামাজিক পরিস্থিতি তথা বাস্তবতা কী করে নির্দিষ্টমুখী কিছু বিষয় দিয়ে একটি নির্মিত বাস্তবতা তৈরি হয় যা আবার 'উন্নয়ন' ডিসকোর্সের খোরাকে পরিণত হয়।

'উন্নয়ন' পরিভাষায় 'মঙ্গা'

'মঙ্গা' শব্দটি ঠিক কবে থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে তা সঠিকভাবে উল্লেখ করা সম্ভব না হলেও এটুকু বলা যায় এটি সাম্প্রতিককালের বহুল আলোচিত একটি বিষয়। মিডিয়া ও সংবাদপত্রে লেখালেখিতে গত চার/ পাঁচ বছরে 'মঙ্গা' একটি নির্দিষ্ট সময়ে অনেকখানি জায়গা দখল করে থাকছে। 'উন্নয়ন' জগতে 'মঙ্গা' নিয়ে আলোচনা/ গবেষণা সাম্প্রতিক এবং এ নিয়ে ব্যপক 'উন্নয়ন' কার্যক্রম/ 'উন্নয়ন' গবেষণা চলছে[৬]। 'উন্নয়ন' ভাবনায় 'মঙ্গা' পরিণত হয়েছে/ হচ্ছে নতুন এজেন্ডায়। 'উন্নয়ন' ডিসকোর্সে একটি এজেন্ডা হিসাবে 'মঙ্গা'র উপস্থিতি আমরা 'মঙ্গা'কেন্দ্রিক নানা প্রচারণা, গবেষণা, কার্যক্রমের মধ্যে দেখতে পাই। 'মঙ্গা'র সংজ্ঞায়নে, 'মঙ্গা'র কারণ অনুসন্ধানে, 'মঙ্গা'র সমস্যা সমাধানে নানা কার্যক্রমের আলোচনা হতে 'মঙ্গা'কে আমরা 'আবিষ্কার' করি, নিদির্ষ্ট সময়কালের অর্থনৈতিক সমস্যা হিসাবে। 'মঙ্গা'কেন্দ্রিক 'উন্নয়ন' আলোচনার শুরুতে 'মঙ্গা'কে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে সে বিষয়ে নজর দেয়া যাক।

আলম (২০০৫) **'মঙ্গা ও মরা কার্তিকের ভাবনা'** লেখায় **'মঙ্গা'কে** নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করেন-'মঙ্গা শব্দটি মাঙ্গা বা মাগণ শব্দের সমার্থক। অনেক গরীব মানুষ তখন মেগে খায়। এ সময় বাজারে খাদ্য দ্রব্যের অভাব থাকে। দাম থাকে খুবই চড়া। এ সময়টা 'আকাল' বলেও পরিচিত। যেমন অনেকে বলেন 'কার্তিকমাসি আকাল'। আশ্বিন থেকে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এর বিস্তার। কখনো বন্যা হলে 'মঙ্গা' কাল প্রলম্বিত হয়। মানুষের ভোগান্তির সীমা থাকে না। পরে বুনা আমন, রোপা আমন কাটা ও বিভিন্ন সব্জির পরিচর্যা শুরু হলে ধীরে ধীরে আকাল চলে যায়। মানুষের কাজের সংস্থান হয়। অতঃপর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে আবার কৃষি শ্রমিকের চাহিদা কমে আসে। কখনো বা খরায় কৃষি কাজ হয় বিঘ্নিত। কৃষি পণ্যের দাম বেড়ে যায়। তাতেও মঙ্গাবস্থা বিরাজ করে। এটি 'চৈত্রমাসী আকাল'। কৃষি শ্রমিকদের জন্য তখন মৌসুমী বেকারত্ব থাকে। ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকগণই মূলত ঃ এই ভোগান্তির শিকার। অর্থ উপার্জন ও কাজের সন্ধানে তারা তখন পরিবার পরিজন রেখে চলে যায় অন্য কোথাও, অন্য কোন জেলায়।'

প্রথম আলোর 'মঙ্গা' দূরীকরণের পথ কি শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে (প্রথম আলো ১৫.১১.২০০৫) **'মঙ্গা'কে** সংজ্ঞায়িত করা হয় **এভাবে-**

'শরতের শেষ মাস আশ্বিন ও হেমন্তের প্রথম মাস কার্তিক এই ফসলশূন্য হতাশার সময়কে মরা কার্তিক বা মঙ্গা যে নামেই ডাকা হোক না কেন, বাস্তবতা হলো, এই দেশের উত্তরাঞ্চলের ৯টি জেলার অনেকে এসময় আধপেটা খেয়ে বা না খেয়ে থাকেন।'

এরই ধারাবাহিকতায় 'মঙ্গা'র 'ভয়াল' রূপও আমরা গোল টেবিল জাতীয় বৈঠকে পাই। যেমনটি আনিসুল হক (যিনি কিনা রংপুর অঞ্চলের অধিবাসী) ঐ গোলটেবিল

বৈঠকে 'মঙ্গা'র ভয়াল অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন এভাবে- "সম্প্রতি মঙ্গা প্রবণ এলাকা রংপুরের গংগাচড়া এবং বদরগঞ্জ ঘুরে এসেছি। সেসম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে চাই. . . . .আমি গংগাচড়ায় দেখলাম, সেখানে বাঁধের ওপর অনেক লোক বাস করেন। আমার সঙ্গে মাহমুদুজ্জামান বাবু ছিলেন। ওখানে লোকজন বললেন, সেখানে কোন কাজ নেই। আমি বললাম আপনারা বেচে আছেন কিভাবে। সেখানকার একজন বললেন, আমার বাড়িতে প্রতিদিন দুই কেজি করে চাল লাগে। আমি যদি এক কেজি চাল পাই তা দুদিন ধরে খাই। ফলে যেখানে দুই কেজি করে খেতাম সেখানে আধা কেজি করে খাই। বেশি করে পানি দিয়ে পান্তা করে খাই। এভাবে চলি।"

খুব সাম্প্রতিকতম রাজনৈতিক বিষয় হিসাবে 'মঙ্গা'র সংজ্ঞায়ন আলোচিত হয় আহমেদের (২০০৫) লেখা ' মঙ্গা, রাজনীতি এবং এনজিও'তে:

'প্রতিবছর অক্টোবর-নভেম্বর এলে উত্তরবঙ্গের রংপুর দিনাজপুরের কিছু অভাবী লোক নিয়ে রাজনীতি জমে ওঠে। এ বিষয়টি বেশি করে নজরে আসছে গত দু'বছর ধরে। আগেও এই অভাবটা ছিল, তবে মিডিয়া এটাকে একটা বড় ইস্যু বানানোর সুযোগ পায়নি। উত্তরবঙ্গের এই অভাবের নাম দেয়া হয়েছে মঙ্গা। প্রথম প্রথম মঙ্গা কী জিনিস তা অনেকেই বুঝতো না। পরে শুনলাম মন্দা থেকে মঙ্গা হয়েছে। অর্থাৎ কাজ নেই, তাই সাধারণ জনগণ অভাবে আছে, ক্ষেত্রবিশেষে উপবাসেও আছে। তবে ওইটা অতি ব্যাপক এটা কোন দিনই জানা যায়নি। এমনকি এখন এতো লেখালেখি হচ্ছে, এতেও জানা যাচ্ছে না মঙ্গা অতি গভীর কিংবা এর পরিধি অনেক বড়। যত মিডিয়া রিপোর্ট বের হচ্ছে তাতে বোঝা যায় অকৃষি সিজনে সাধারণ লোক কাজ পায় না, তাই ভাতও পায় না।'

উপরের 'মঙ্গা' সম্পর্কিত আলোচনায় দেখা যায় যে 'মঙ্গা' হলো স্থানিক ও নির্দিষ্ট একটি সময়ে মানুষের অর্থনৈতিক অভাব। বাংলাদেশের 'উত্তরাঞ্চলে'র জেলাগুলোকে 'মঙ্গা'পীড়িত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। 'মঙ্গা' ঐসকল স্থানের একটি স্থানিক সমস্যা। আইউব তার গবেষণার মাঠকর্মের জন্য 'মঙ্গা'পীড়িত এলাকা বাছাই করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন। কেননা 'উত্তরাঞ্চলের' জেলায় গিয়ে যখন 'মঙ্গা'পীড়িত এলাকা কোনটি স্থানীয় জনগণের কাছে জানতে চাওয়া হলো তখন স্থানীয় জনগণের কাছে 'মঙ্গা' একটি অপরিচিত শব্দ হিসাবে ধরা দেয়। কেননা তারা স্থানীয়ভাবে 'মঙ্গা' শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে। তারা অর্থনৈতিক অভাবকে 'মঙ্গা' না বলে, বলেন আকাল। তাই স্থানীয় জনগনের কাছে 'মঙ্গা' নয়, বরং 'আকাল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যা কিনা 'উন্নয়ন' ডিসকোর্সে নতুনতর শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে 'মঙ্গা'। পরবর্তীতে গবেষণার প্রশ্নপত্র তৈরিতে 'মঙ্গা'/ আকাল উভয় শব্দকে ব্যবহার করা হয়েছিলো মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য।

আনাম তার শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে ব্যক্ত করতে চান। তিনি যে বিষয়টিতে গুরুত্ব দিচ্ছেন তা হচ্ছে এই যে সময়কেন্দ্রিক একটি অর্থনৈতিক সংকট খোঁজা তার

মধ্যে দিয়ে 'উত্তরাঞ্চলের' যে ইমেজ আমাদের সামনে আসে তাতে আমরা দরিদ্র প্রবণ এলাকা হিসাবে এ অঞ্চলকে চিনে থাকছি। এই দারিদ্র্য প্রবণ এলাকাকে আরও বেশি 'সংকটে' আমরা দেখে থাকি 'মঙ্গা' কালীন সময়। আনাম তার অভিজ্ঞতা থেকে প্রশ্ন তুলতে চান, এই যে 'মঙ্গা'কে অর্থনৈতিক একটি সংকট হিসেবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তুলে ধরা হচ্ছে এর ফলে অন্য সকল সময়কে আমরা কী ভাবে দেখব? অন্য সকল সময়ের ধারাবাহিকতায় আমরা এই 'মঙ্গা' কালীন সময়কে দেখব নাকি 'মঙ্গা' কেবল তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে নির্দিষ্ট একটি সময়ে? অন্যসকল সময় কি মঙ্গা অনুপস্থিত? এ অঞ্চলের মানুষের ধনী/গরীব সমস্যার মধ্যে দিয়েও যে আত্মিক সম্পর্ক যে বিষয়কে আমরা কীভাবে দেখব? 'উন্নয়ন' রাজনীতিতে 'মঙ্গা' আলোচনার আগে এখন যে বিষয়কে 'মঙ্গা' পরিস্থিতি বলে ধরে নেয়া হচ্ছে সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে স্থানীয় মানুষজনের কর্মকাণ্ডকে কীভাবে দেখব? এই প্রশ্নগুলোকে মাথায় রেখে আনাম তার অভিজ্ঞতা থেকে কতগুলো সাধারণ তথ্য দিতে চান। আনাম বলতে চাচ্ছেন যে, দিনাজপুর/রংপুরের লোকজন দামী কোন জিনিস/দ্রব্যকে বোঝাতে 'মঙ্গা' শব্দটি ব্যবহার করেন। অর্থাৎ মূল্যবান দ্রব্য হচ্ছে 'মঙ্গা' দ্রব্য। যেমন দামী কোন শাড়ী যা কিনা কেবলমাত্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাকে স্থানীয়ভাবে বলা হতে পারে 'মঙ্গা' শাড়ী। যা একই সাথে দুস্প্রাপ্য ও মূল্যবান অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আনাম তার অভিজ্ঞতা থেকে এও বলতে চান যে, দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতিকে স্থানীয়ভাবে জিনিসপত্র 'মঙ্গা' হচ্ছে বলে বলা হয়ে থাকে। সর্বপরি 'মঙ্গা' একটি প্রতীকী অর্থ বহন করে। যা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সংকট হিসেবে দেখালে অন্য সকল সামাজিক বাস্তবতা বোঝা সম্ভব নয়। 'মঙ্গা'কে যারা অর্থনৈতিক সংকট হিসেবে বলছেন তাদের জন্য এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে দিনাজপুর/রংপুর অঞ্চলের বাস্তবতা তা কি কেবল এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য নাকি বাংলাদেশের অন্য সকল অঞ্চল, এমনকি রাজধানী ঢাকার ক্ষেত্রেও, বিষয়টি সমান গুরুত্বের সাথে দেখা যায়।

আনিসুল হক যখন রংপুরের মানুষ হয়েও গংগাচড়ার লোকজনকে প্রশ্ন করেন নির্দিষ্ট ঐ সময় তারা বেঁচে আছে কীভাবে তার মধ্যে দিয়ে তিনি ঐ অঞ্চলের সামাজিক বাস্তবতাকে যেন নতুন করে 'আবিষ্কার' করেন। 'মঙ্গা' একটি স্থানিক সমস্যায় পরিণত হয়। অন্য সকল সামাজিক বাস্তবতা কিংবা অন্য অঞ্চলগত প্রেক্ষাপট হতে বিচ্ছিন্ন করে আমরা একটি স্থানিক/সাময়িক সমস্যা হিসাবে 'মঙ্গা'কে পাই। 'মঙ্গা'র সাথে স্থানিক মানুষজনের সম্পর্ক, বিভিন্ন ধারণাগত বাস্তবতা, 'উন্নয়ন' ডিসকোর্সে সীমিত হয়ে আসে একটি সাময়িক অর্থনৈতিক সংকটকে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে। যার ফলে স্থানিক 'উন্নয়ন' এজেন্ডা হিসেবে 'মঙ্গা' আবির্ভূত হয়।

'মঙ্গা'র সন্ধানে ও সমাধানে 'উন্নয়ন' ভাবনা

'মঙ্গা'র কারণ অনুসন্ধানে, অনেকে 'মঙ্গা'কে রাজনৈতিক ইস্যু তৈরীর একটি বিষয় হিসাবে দেখেন। আহমেদ যেমন বলেছেন, 'মঙ্গা নিয়ে রাজনীতি হয়। রাজনীতি

করতে তো সুবিধা হয় যারা আধা খেয়ে আছে তাদের নিয়ে। যারা পুরো খেয়ে আছে তারা তো আর জনসভায় যাবে না। গেলেও অর্থ দাবি করবে। তাই আমাদের রাজনীতিবিদরা ছুটে চলেন ওই গরিব মানুষের কাছে। গিয়ে বলেন, এ সরকার থাকলে খাদ্য পাওয়া যাবে না। ভাইসব, আমাদের ক্ষমতায় বসান, দেখবেন মঙ্গা থাকবে না' (আহমেদ ২০০৫)। আহমেদ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য 'মঙ্গা'কে ব্যবহার করা হয় বলে মন্তব্য করছেন। তিনি আবার 'মঙ্গা'র উপস্থিতিকে নির্দেশ করেছেন এভাবে ঃ "অথচ শ্রোতরাও জানে তারা ক্ষমতায় থাকতেই মঙ্গা শুরু হয়েছিল (পূর্বোক্ত)।" অর্থনীতির অধ্যাপক আবু আহমেদ একটি বিশেষ অঞ্চলের ভোটের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত একটি বিষয় হিসাবে 'মঙ্গা'কে তুলে ধরেন। বাংলাদেশের অন্য সকল অঞ্চলের ভোটের রাজনীতির ব্যাখ্যায় অর্থনৈতিক সমস্যা, 'দারিদ্র্য' কীভাবে কার্যকর তা কিন্তু তার ব্যাখ্যায় আমরা পাই না। আহমেদ (২০০৫) 'মঙ্গা' কেন্দ্রিক রাজনীতিক সংলাপ আলোচনার পাশাপাশি 'মঙ্গা'র সমাধান তুলে ধরেন এভাবে "দারিদ্র্য বিমোচনে বড় ভূমিকা পালন করছে এনজিওগুলো। তারা ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহ থেকে পণ্যের বাজারজাত করা সহ প্রাইমারী শিক্ষা দিচ্ছে। তাদের এখন অনেক বড় বাজেট। কোন কোন এনজিও'র বাজেট কয়েক হাজার কোটি টাকা। বিদেশী সাহায্যের এক-তৃতীয়াংশ এখন পাচ্ছে এনজিওগুলো। সরকার থেকেও এনজিওগুলো অতি অল্প সুদে ঋণ নিচ্ছে। এমতাবস্থায় এনজিওগুলোর তো 'মঙ্গা'র এলাকায় অনেক কর্মসূচি নেয়ার কথা। কিন্তু তারা ওই এলাকায় তৎপর আছে এমন সংবাদ তো আমরা পাইনি" (পূর্বোক্ত)। আহমেদ এনজিও-র ভূমিকা সমালোচনার যে দিকটি আমাদের সামনে নিয়ে আসেন তাতে আমরা 'মঙ্গা' দূরীকরণে এনজিও-র অধিক তৎপরতার নিশ্চিতকরণকে গুরুত্ব দিতে দেখি। 'মঙ্গা' নিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ধারাবাহিকতা এনজিও এ সমস্যার সমাধানে পথ হওয়ার কথা ছিল এমনটিই মনে করছেন আহমেদ।

অর্থনীতিবিদ আবু আহমেদের মত প্রকৌশলী লেখক আনিসুল হক 'মঙ্গা'র সমাধান আমাদের বাতলে দিচ্ছেন। হক (২০০৫) তাঁর "এবার মঙ্গা দুর্ভিক্ষে পরিণত হবে, যদি..." কলামে সাবধান বাণী উচ্চরণ করে বলেছেন, রিলিফ, ভিজিএফ এবং ওএমএসের সাহায্য প্রকৃত অভাবী মানুষের মাঝে বিতরণ হচ্ছে না। এর ফলে 'মঙ্গা', দুর্ভিক্ষে পরিণত হতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা রয়েছে। হক (২০০৫) তাঁর কলামে অমর্ত্য সেনের প্রসঙ্গ এনে বলেছেন যে, "অমর্ত্য সেন বলেছিলেন, যে দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে, সে দেশে দুর্ভিক্ষ হতে পারে না। সংবাদপত্রে আমরা পরিস্থিতির বর্তমান ও ভবিষ্যতের খবর জানালাম, এখন পরিস্থিতি মোকাবিলায় অবিলম্বে ব্যবস্থা যাদের যাদের নেয়ার কথা, তারা নেবেন কি (প্রথম আলো ২০ অক্টোবর ২০০৫)"। 'মঙ্গা' কেন্দ্রিক আশঙ্কা এবং দায়িত্বশীলদের প্রতি আহ্বান 'মঙ্গা'র স্বরূপ উপস্থিতিকে আমাদের সামনে নিয়ে আসে। অমর্ত্য সেনের আলোচনার ধারাবাহিকতায়,

তথ্য প্রবাহের ঘাটতি কিংবা বিশেষ খবরাখবর সরবরাহ না করার ফলে যে সমস্যার 'ভয়াল' রূপ নিতে পারে তার একটি আলোচনা হক (২০০৫) তুলে ধরেছেন।

অমর্ত্য সেনের তথ্যের ঘাটতিজনিত দুর্ভিক্ষের যে ব্যাখ্যা তারই ধারাবাহিকতা, 'মঙ্গা'র কার্যকারণ অনুসন্ধানে 'উন্নয়ন' গবেষণা প্রতিষ্ঠান D.Net এর (২০০৫) "Can Access to Information Improve the Situation of Internal Temporary Migration have to Monga" নামক গবেষণা থেকে পাই। এ গবেষণায় 'মঙ্গা'র কারণ হিসেবে কৃষিজ কর্মসংস্থানের অভাবের বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে। এসময় কৃষি মজুররা পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশা (যেমন রিক্সা ভ্যান চালানো, দিনমজুর) কিংবা কৃষি মজুর হিসাবেই অন্য জেলায় অভিবাসন করে। 'মঙ্গা' মোকাবেলায় স্থানীয় মানুষজন গচ্ছিত অর্থ হতে খরচ করে, ধার কর্জ করে, চড়া সুদে ঋণ নেয় এবং গৃহপালিত পশুপাখি বিক্রি করে এমনকি আগাম শ্রম বিক্রি করে সংসারের অনটন ঘোচায়। D.Net এর উক্ত গবেষণায় 'মঙ্গা' পরিস্থিতি উল্লেখিত ভাবে ব্যাখ্যা করার পর 'মঙ্গা' দূরীকরণের ক্ষেত্রে বলা হয় যে মানুষজনের মধ্যে তথ্য ঘাটতির কারণে কাজের সন্ধান মেলে না ফলে তারা বেকার থাকে। তাই তাদের তথ্য ঘাটতিকে পূরণ করার পরামর্শ দেয়া হয় এবং তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। 'মঙ্গা' দূরীকরণের একটি উপায় হিসাবে তথ্য প্রবাহের 'উন্নয়ন', D.Net এর এই যে পরামর্শ তা 'উন্নয়ন' কার্যক্রমে 'মঙ্গা' সংযোজনের বিষয়টিকেই আর একবার পরিস্কার করে। বিশ্বব্যাপী 'উন্নয়ন' কার্যক্রমের একটি বড় অংশ হিসাবে তথ্য লেনদেনকে গুরুত্ব দেয়া হয়। অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং তথ্যের প্রবেশাধিকার 'উন্নয়ন' শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। 'মঙ্গা'র কারণ অনুসন্ধানে ও সমাধানে তথ্য-কেন্দ্রিক এই বক্তব্য সেই 'উন্নয়ন' শ্লোগানে 'মঙ্গা'কে হাজির করে।

মিয়া (২০০৪) "The Monga in the Northern districts of Bangladesh: A field investigation report" নামক গবেষণা কর্মে 'মঙ্গা'র কারণ ও সমাধানের পথ বাতলে দেন। তিনি 'মঙ্গা'র পিছনে দু'ধরনের কারণকে চিহ্নিত করেন। প্রধান কারণ হিসাবে কৃষিকাজের অভাব, নদীভাঙ্গন ও বন্যা, ভুমিহীন কৃষিমজুরের আধিক্য, কর্মসংস্থানের অভাব, শিল্প কারখানার অভাবকে তুলে ধরেন। বিশেষ কারণ হিসেবে প্রধান ফসলসমূহের কম উৎপাদন হওয়া যার ফলে খাদ্য প্রাপ্তির হার কমে যাওয়া, জীবন যাত্রার খরচ বেড়ে যাওয়া, সরকারের দেরীতে পদক্ষেপ নেয়া এবং রিলিফের সঠিক বণ্টন না হওয়াকে দায়ী করেন। একই সাথে 'মঙ্গা' থেকে উত্তরণের জন্য তিনি সুপারিশমালা হাজির করেন। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেন যা সরকারি পদক্ষেপের মাধ্যমে হতে পারে। নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা (সরকারি ও বেসরকারিভাবে) কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন করা যেখানে স্থানীয় শষ্যাদি কাঁচামাল হিসাবে ক্রয় করা হবে, যাতে

করে স্থানীয় মানুষজনের হাতে টাকা পয়সা আসে। এছাড়া 'হতদরিদ্রদের' মাঝে খাসজমি সঠিকভাবে বণ্টন করার উপরে গুরুত্ব দেন।

D.Net যেখানে তথ্য প্রদান/প্রবেশাধিকারগত বিষয়ের সাথে 'মঙ্গা'কে খোঁজার চেষ্টা করছেন, মিয়া (২০০৪) তার কাজে উৎপাদন প্রক্রিয়ার ধরন এবং সরকারি/বেসরকারি ব্যবস্থাপনাকে এক্ষেত্রে দায়ী করেছেন। তিনি নির্দিষ্ট কিছু উদ্যোগকে এই সমস্যা সমাধানের পথ হিসাবে চিহ্নিত করছেন, যার মধ্যে ক্ষুদ্রঋণের মত বহুল আলোচিত 'উন্নয়ন' সমাধানও রয়েছে। মিয়ার (২০০৪) আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে 'মঙ্গা' 'উন্নয়ন' যন্ত্রের একটি সমস্যা হিসাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যার সমাধান ঐ যন্ত্রের আঙ্গিকে করার পরামর্শ আমরা পাই।

'মঙ্গা'কে 'উন্নয়ন' শব্দ হিসাবে প্রতিষ্ঠার পিছনে এ রকম আরো অনেক গবেষণা কর্মের মধ্যে গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'রিসার্চ ইনিসিয়েটিভ বাংলাদেশের' অর্থায়নে করা মোহাম্মদ আলীর (২০০৫) এর 'গণ-গবেষণা' গুরুত্বপূর্ণ। আলী (২০০৫) 'প্রকল্প ঃ মঙ্গা প্রতিরোধে গণগবেষণা' নামক প্রতিবেদনে 'মঙ্গা'র কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেন স্থানীয় মানুষজনের জ্ঞানকে ঠিকমত ব্যবহার করতে না পারাকে। একই সাথে তিনি চিহ্নিত করেন স্থানীয় মানুষজনের কেবলমাত্র কৃষিশ্রমের উপর গুরুত্ব দেয়াকে এবং অন্যান্য দক্ষতা অর্জনে গুরুত্ব না দেয়াকে। আলী (২০০৫) তাঁর প্রতিবেদনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে 'মঙ্গা'র সমাধানকে দেখেন। চিন্তা জগতের বাধা অতিক্রম করে চিন্তার প্রসার ও উদ্যোগ গ্রহণের সমাধানে 'মঙ্গা'র মূল কারণ হিসাবে প্রতীয়মান হয় জ্ঞানের অভাব কিংবা জ্ঞানকে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করতে না পারা। আলী (২০০৫) -র গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 'গণ-গবেষণার' ধারণাকে নিয়ে যথেষ্ট আলোচনার সুযোগ রয়েছে। নির্দিষ্ট কিছু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দিয়ে গণমানুষের সমস্যা তাদের জ্ঞানের অন্বেষণের বা উদ্যোগের অভাব হিসেবে চিহ্নিত করণের মধ্যে দিয়ে 'উন্নয়ন' কার্যক্রমকে বৈধতা দেয়া হয়।

উপরে উল্লেখিত গবেষণা কর্মে, মিডিয়ার ভাবনায় কিংবা বিশেষজ্ঞদের 'মঙ্গা'র প্রত্যয়নে, কারণ অনুসন্ধানে কিংবা সমাধান প্রসঙ্গে যে অভিমতগুলো আমরা পাই তা থেকে 'মঙ্গা' একটি নতুন প্রসঙ্গ হিসেবে আমাদের সামনে হাজির হয়। 'মঙ্গা' একটি সমস্যা এবং সেই সমস্যা সমাধান কল্পে নানা অভিমত আমরা দেখি। যে অভিমতে সরকারি ত্রাণ সাহায্য, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, জ্ঞানের ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য উদ্যোগী জনগোষ্ঠী তৈরি করা মুখ্য হয়ে উঠে। যে সমাধানে 'মঙ্গা'র কারণে আমরা পাই এক ধরনের অভাববোধ। এই অভাববোধ জ্ঞানের, তথ্যের, কাজের কিংবা অর্থের, আর এই অভাববোধের সমাধানার্থে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়ার কথা বলা হয়। যে জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে 'মঙ্গা'র উপস্থিতি তা থেকে বিছিন্ন করে একটি সংকট তথা কোন বিষয়ভিত্তিক ঘাটতি হিসেবে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে 'মঙ্গা'। এই ধারাবাহিকতায় উন্নয়নে 'মঙ্গা' হস্তক্ষেপের বিষয়ে পরিণত হয়।

উপসংহার

দু'টা ভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে লেখকদ্বয়ের 'মঙ্গা'-র সাথে পরিচিতি ঘটেছে। কিন্তু 'উন্নয়ন' যন্ত্রের যে কৌশলী প্রক্রিয়া তার যে নানা আয়োজন এবং সেই আয়োজনের এক পর্যায়ে কোন একটি বিশেষ বিষয় সমস্যায় পরিণত হওয়ার রাজনীতি দুজনকেই একটি একক ভাবনায় নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই ভাবনার ধারাবাহিকতায় আমরা দেখলাম যে 'মঙ্গা' একটি স্থানীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করার মধ্যে দিয়ে এর যে 'উন্নয়ন' ডিসকোর্সের পদার্পণ, তা 'মঙ্গা'র স্থানিকতা থেকে 'মঙ্গা'র 'উন্নয়ন' স্বরূপে বেশি আলোচিত। স্থানীয় একটি বিশেষ সমস্যাকে সমস্যায়িত করা এবং সেই সমস্যা সমাধানে তথা প্রকল্প বাস্তবায়নের 'উন্নয়ন' রাজনীতি চলমান। 'মঙ্গা'-র স্থানিক ভাবনার সাথে বাংলাদেশের অন্য সকল অঞ্চলের একই ধরনের সমস্যা অনুচ্চারিত থেকে যায়, অনুচ্চারিত থেকে যায় স্থানিক সমস্যার নানা বৈচিত্র্য। 'মঙ্গা' পরিণত হয় একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে, যেভাবে 'উন্নয়ন' যন্ত্র তার প্রকল্প বাস্তবায়নে কর্মপন্থা তৈরি করে থাকে।

টীকা

১. উন্নয়ন ডিসকোর্স আলোচনার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের একটি ঘোষণা ও এর ধারাবাহিক কর্মপরিকল্পনা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন পরাশক্তি হিসেবে তার ভূমিকা চিহ্নিত করতে যেয়ে পৃথিবীকে বিভাজিত করল দু'টি অংশে উন্নত ও অনুন্নত। ট্রুম্যান দায়িত্বভার নেবার দিন ঘোষণা করেন : অনুন্নত এলাকার উন্নতি বিধান এবং প্রবৃদ্ধির জন্য আমাদের বৈজ্ঞানিক এবং শিল্পগত অগ্রগতির সুবিধার উপর ভিত্তি করে আমরা অবশ্যই সাহসী নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করব। আমেরিকান প্রেসিডেন্টের ১৯৪৯ সালের ২০শে জানুয়ারি এই ঘোষণার সাথে সাথে যেন দুই বিলিয়ন মানুষ অনুন্নত হয়ে পড়ল এবং উন্নয়ন ধারণায় তাদের অগ্রগতিকে প্রাধান্য দেয়ার কথা বার বার উচ্চারিত হতে থাকল। বিস্তারিত দেখুন-Gustavo Esteva (2000) "Development" , The Development Dictionary, edited by Wolfgang Sachs, New Delhi: Orient Longman

২. প্রতিবর্তিত (reflexive) এথনোগ্রাফিতে গবেষকের গবেষণাকালীন অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে। 'গবেষিতে'র সাথে সম্পর্ক, গবেষণাকালীন অনুভূতি এবং সর্বপরি গবেষণাকর্মের এথনোগ্রাফিতে গবেষকের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে গবেষকের 'বস্তুনিষ্ঠতা' নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন, কিন্তু আমরা কোন 'বস্তুনিষ্ঠ' তথ্য উপস্থাপনের দাবি করছি না। আমরা বরং প্রতিবর্তিত ধারণার আলোকে প্রবন্ধের আলোচনায় গবেষণাকালীন অভিজ্ঞতার সমন্বয়ের চেষ্টা করছি। একই সাথে গবেষকের জীবন অভিজ্ঞতা প্রবন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার দাবি রাখে। প্রতিবর্তিত এথনোগ্রাফি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন Michael Burawoy,(2005) Revisits: An Outline of aTheory of Reflexive Ethnography, University of Cliforniа, Barkeley.

৩. আইউব D.Net-র 'Can Access to Information Improve the situation of Internal Temporary Migrations due to Monga' গবেষণায় গবেষণা সহযোগী হিসেবে কাজ করেন।

৪. আনাম যুক্তরাজ্য সরকারের দাতা সংস্থা, Department for International Development (DFID) –এর অর্থায়নে ও যুক্তরাজ্যের Sussex ও Stirling বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় Aquaculture and Fish Genetics Research

Program (AFGRP) –র আওতায় মাছের পোনার বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ক গবেষণায় নৃবিজ্ঞানী হিসাবে কাজ করেন। ২০০৩ সালে শুরু হওয়া সুদীর্ঘ ২^{১}/$_{২}$ বছরের কাজের একটা বড় অংশ মাঠ কর্মের জন্য থাকতে হয় দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলে ।

৫. এসম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন Ahmed Zahir (2005) 'Development as discourse, discourse as practice, প্রবন্ধটি ' The Journal of Social Studies- এর ১০৮নং সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৬. 'মঙ্গা' নিয়ে বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্র-পত্রিকার লেখা, উন্নয়ন সংস্থা Blast, D.Net, RIB প্রভৃতির কাজ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

তথ্যসূত্র

Ahmed Zahir (2005) Development as discourse, Discourse as practice, in The Jurnal of Social Studies, Vol: 108, Dhaka

Badiuzzaman Md. (2004) Participatory Action Research on Seasonal Dimension of Rural Agricultural Poverty of the Rural poor, Unpublished Research Report

Chambers Robert (2005) Ideas For Development, Earthscan, London, UK

Can access to Information Improve the situation of Internal Temporary Migration due to Monga, Unpublished Research Report, Conducted by Research Initiative Bangladesh.

Escobar, Arturo (1995) Encountering Development, The making and unmaking of the third world, Princeton University Press, Princeton, UK.

Ferguson, James (1996) The Anti-Politics Machine, "Development", Depoliticization and Bureaucratic Power In Lesotho, University of Minnesota Press, Minneapolis, USA

Gustavo Esteva (2000) "Development", The Development Dictionary, edited by Wolfgang Sachs, New Delhi: Orient Longman.

Mia M. (2004) The Monga in the Northern District of Bangladesh: A Field Investigation Report, Unpublished Research Report.

Rahnema Majid (1991) Global Poverty: A pauperizing Myth, Interculture 24 (2): 4-51

Sachs Wolfgang (1990) The archaeology of the development idea, Interculture 23 (4): 1-37

Wood G (1985) Labelling in development policy: essays in honour of Bernard Schaffer, London, Sage Publication.

আলম জাহাঙ্গীর (২০০৫) মঙ্গা ও মরা কার্তিকের ভাবনা, ইত্তেফাক ২৩.১০.০৫

প্রথম আলোর মঙ্গা দূরীকরণের পথ কি শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে (প্রথম আলো ১৫.১১.২০০৫)

আবু আহমেদের (২০০৫) মঙ্গা, রাজনীতি এবং এনজিও আমার দেশ: ২৩.১১.০৫

আনিসুল হক (২০০৫) 'এবার মঙ্গা দুর্ভিক্ষে পরিণত হবে, যদি.....' প্রথম আলো: ২০ অক্টোবর

আলী মোহাম্মদ (২০০৫) প্রকল্প: মঙ্গা প্রতিরোধে গণগবেষণা, 'রিসার্চ ইনিসিয়েটিভ বাংলাদেশে', অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন।